প্রভুর অলৌকিক লীলা ঃ—

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা ।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা ?? ১২১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদানুসরণেই জীবের কৃষ্ণপদ-লাভ ঃ—

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন ।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-গমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নীলাচলের নিকট সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটকগিরি দেখিয়া 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতঃ (ক্ষেত্রাৎ) গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুং) ব্রজন্ অস্মি (ব্রজামি) ইতি উক্ত্বা প্রমদঃ (প্রমত্তঃ) ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) অবধৃতঃ (পশ্চাদনুসৃতঃ), স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল ; কৃষ্ণ-রূপের ভাব উদিত হইল। কৃষ্ণের অদর্শনে রাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুরও সেইসকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-স্মৃতি উদিত হওয়ায় এইসকল ভাব প্রবলরূপে উঠিল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগরে নিমগ্ন প্রভু ঃ—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহপ্রেমাবেশে অচৈতন্য ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ঃ—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি ।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠান ঃ—

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয় ।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

জগন্নাথরূপী কৃষ্ণাকৃষ্ট প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবা ঃ—

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ-দরশন ।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। দুর্গমে (ব্রহ্মাদীনাং সূরীণামপি অক্ষজজ্ঞানবশাৎ দুর্ব্বিগাহ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্নম্ উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন) গৌরেণ হরিণা (গৌর-হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা) ভূরি (সুবহুলং) দর্শিতা (প্রকটীকৃতা)।

৬। কুমারের চাক—ঘটাদি-নির্ম্মাণকালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্বপ্রদত্ত-বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বদা তাহাতে

একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥
একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে ।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে গৃহে আনয়ন ঃ—

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল ।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লঞা আইল ॥ ১০ ॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন লঞা ।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১২ ॥
সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুর্য্য-বলের আকর্ষণ-ক্ষমতা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য ঃ—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

গোপীকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত পুষ্পবাণের মাধুর্য্যবল-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায় ।
দেখি' লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব—মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥ ১৫ ॥

পুষ্পাবাণাকৃষ্ট গোপীন্দ্রিয়গণ ঃ—

সখি হে, শুন, মোর দুঃখের কারণ ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে,—হর' পরধন ॥ ১৬ ॥ ধ্রু ॥

গোপীর কৃষ্ণাধীন অবস্থা ঃ—

এক অশ্ব এককক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইঁহা-সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ ।
রূপাদি পাঁচ, পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮-৯। পঞ্চগুণ—চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ,—কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃত গুণ অপ্রাকৃত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে এক সময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

১৪। যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্ত-পর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক নর্ম্ম-রম্য-বচনযুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃত-প্লবদ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধর-যুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

হস্তস্পর্শ করিয়া থাকিতে হয় না, তদ্রূপ প্রভুর দৈহিক ক্রিয়াসমূহ, বাহ্য সংজ্ঞা না থাকাকালেও স্বভাবক্রমে সম্পন্ন হইত। মুক্ত, সিদ্ধ অর্থাৎ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের প্রপঞ্চে প্রকট-থাকা-কালে তাঁহার প্রাত্যহিক কৃত্যাদির সুন্দর উপমা-স্থলে ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্যশ্রেষ্ঠ ভাগবতে এই বিষয়ে প্রচুর কথা আছে।

১৪। হে আলি, (সখি,) যঃ সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তা-দ্রিসংপ্লাবকঃ (সৌন্দর্য্যম্ এব অমৃতসিন্ধুঃ তস্য সুধার্ণবস্য ভঙ্গৈ-স্তরঙ্গরূপৈঃ জলচ্ছটাভিঃ ললনানাং চিত্তরূপাদ্রিং সং সম্যক্ প্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ) কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ (কর্ণম্

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫-২৩। কৃষ্ণের রূপ, বচন, মুরলীধ্বনি ইত্যাদি রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধররস,—এই পাঁচটী মহামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ; আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তত্তদ্বিষয়-দর্শনে লুব্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আমার মনরূপ একটীমাত্র অশ্বের উপর চড়িয়া যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়িতে চায় ; সখি গো, দুঃখের কথা কি বলিব? আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—নিতান্ত বিষয়লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পরপুরুষ, তাহা জানিয়াও সেই সেই কৃষ্ণবিষয় হরণ করিতে প্রবৃত্ত। আমার মনও একটীমাত্র অশ্ব ; চক্ষুরাদি প্রত্যেক

অনুভাষ্য

আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তত্তেন নর্ম্মে স্মিতেন চ সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ) কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ (কোটীচন্দ্রাৎ অপি শীতং সুশীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ (সৌরভ্য-মেব অমৃতং তস্য সংপ্লবঃ সাগরঃ তেন আবৃতম্ আচ্ছাদিতং জগৎ যেন সঃ) পীযূষরম্যাধরঃ (পীযূষতঃ অমৃতাদপি রম্যঃ অধরো যস্য সঃ) সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) বলাৎ (প্রসভেন) মে (মম) পঞ্চেন্দ্রিয়াণি (চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনি) কর্ষতি (স্ব-রূপ-বংশীধ্বনি-সৌরভ্যাস্বাদ-স্পর্শাদিষু নয়তি)।

১৬। কৃষ্ণাকৃষ্ট আমার পঞ্চদস্যুরূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর সকলেই যুক্তি করে,—'চল, সকলে মিলিয়া এই পরধন মনরূপ অশ্বটীকে অপহরণ করি, অর্থাৎ চুরি করা যাউক।'

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায় ।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন ।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণগন্ধ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—সৌরভ-ভর, মৃগমদ-মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন ।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণাধর-স্পর্শ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারীর মন ।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥" ২৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহে সঙ্গিদ্বয়ের নিকট বিলাপ ঃ—

এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥" ২৪ ॥

এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে ।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৫ ॥

প্রভুর বিরহে স্বরূপ ও রামরায়ের সান্ত্বনা ঃ—

সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন ।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৬ ॥

প্রভুর ভাবোপযোগি-প্রিয়গ্রন্থসমূহ ঃ—

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥

গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর সর্ব্বত্র
কৃষ্ণলীলা-দর্শন ও তদন্বেষণ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা ।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি-তরুলতা ।
শ্লোক পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অশ্বটীকে লইয়া (রূপাদি) পাঁচপাঁচ (বিষয়ের) দিকেই টানাটানি করে, এরূপ যুগপৎ টানিতে গেলে লাভের মধ্যে ঘোড়ারই প্রাণ যায়,—তাহা কিরূপে সহিতে পারি? যদি বল, তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তুমি দমন কর না কেন? সখি গো, ইন্দ্রিয়গণকেই বা কিরূপে দোষ দিব? কৃষ্ণরূপাদি পাঁচটী বিষয়—স্বভাবতঃ মহা-আকর্ষণযুক্ত ; রূপাদি পাঁচজন পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আপন-আপন দিকে টানিতে থাকে, মনরূপ অশ্বারোহী সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয় ; ফলে ঘোড়ার প্রাণনাশ হইলে আমারও প্রাণ যায়। ত্রিজগতে যত নারী আছে, তাহাদের চিত্ত উচ্চগিরির ন্যায় বটে, কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গ-বিন্দু সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণের রসনর্ম্ম (পরিহাস)-রূপ বচনচাতুরী নারীদিগের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করে যে, উহা আর বলা যায় না ; নারীগণের কর্ণপ্রবিষ্ট হইয়া উহা মাধুরীগুণে বন্ধন করত টানাটানি করায় কাণের প্রাণ যায়। কৃষ্ণের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল, তাঁহার শীতল কিরণ কোটী কোটী ইন্দু ও চন্দনকে পরাজয় করে। কৃষ্ণাঙ্গ—নারী-গণের শৈলবক্ষ-আকর্ষণে অতিশয় দক্ষ এবং নারীগণের মন আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ-মনোহর মৃগমদ ও নীলোৎ-পলের গর্ব্ব নাশ করে—জগতের নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করত তথায় বাসা করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অধরামৃত মন্দহাস্যরূপ কর্পূরসহ মিশ্রিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্যে নারীগণের মন হরণ করে; তাহা কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে লোভ ছাড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুর্ল্লভতাবশতঃ অপ্রাপ্য হইয়া মনের ক্ষোভ উৎপত্তি করে, সেই অধরামৃতই ব্রজনারীগণের মূলধন।

কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের সর্ব্বত্র চেতনময়ী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ প্রতীতি-বশে কৃষ্ণান্বেষণ (উদঘূর্ণা) ; প্রতিবৃক্ষকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯, ৭, ৮)—

চূতপ্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীতুলসীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণে তন্ময়ী বিরহিণী গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণপূর্ব্বক বিলাপ ঃ—

"আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার ।
তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলা দরশন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥" ৩৬ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান ।
'এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩৭ ॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥ ৩৮ ॥
অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে ।'
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥ ৩৯ ॥
"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে ।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে?? ৪০ ॥
তুমি-সব হও আমার সখীর সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥" ৪১ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে ।
'এহ—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥' ৪২ ॥
আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ পাঞা ।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

হরিণীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১১)—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখী সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা? না কর অন্যথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। হে চূত (আম্রজাতিবিশেষ), পিয়াল, কাঁঠাল, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ (কদম্ব-বিশেষ ইত্যাদি তরুগণ,) এবং হে অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরমঙ্গলচিত্তক (পরহিতব্রত) বৃক্ষসকল, রহিতাত্মস্বরূপ (শূন্য-মনাঃ) আমাদিগকে, কৃষ্ণ কোথায় আছে, তাহা বল।

৩৩। ওগো কল্যাণি, গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে তুলসি, তুমি—অচ্যুতের অতিপ্রিয় ; তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়াছ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শপূর্ব্বক তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ?

অনুভাষ্য

৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করায় তদদর্শনে একান্ত কৃষ্ণময়চিত্তা গোপীগণ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (সমীপবর্ত্তিনঃ ফলবৃক্ষাদীন্ আহুঃ—হে আম্র, হে প্রিয়াল, হে কণ্টক, হে পীতশাল, হে কোবিদার, হে জম্বো, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, যূয়ং) যে অন্যে (তে চ হে বৃক্ষাঃ), পরার্থভবকাঃ, (পরার্থমেব ভবঃ জন্ম যেষাং তে,) যমুনোপকূলাঃ, (যমুনায়াঃ কালিন্দ্যাঃ উপকূলে তটভূমৌ বর্ত্তমানাঃ তরবঃ তে ভবন্তঃ) রহিতাত্মনাং (শূন্য-মনসাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু)।

৩৩। হে কল্যাণি, (সৌভাগ্যশালিনি,) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, (গোবিন্দস্য চরণপ্রিয়ে,) তুলসি, অলিকুলৈঃ সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ (গোবিন্দঃ) কচিৎ [ত্বয়া কিং] দৃষ্টঃ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, কর-স্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (প্রস্থিতঃ) মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ অদর্শি (দৃষ্টম্)?

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কান্তার অঙ্গসঙ্গদ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালাধারি-কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক্ হইতে আসিতেছে। হে মৃগি, রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া কি এইপথে গিয়াছেন?

রাধা-প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪৬ ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু—সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি' গেলা, ইঁহ—বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই—না শুনে কাহিনী ॥" ৪৮ ॥

বৃক্ষগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৫০ ॥

শাস্ত্রদৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে? ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥" ৫৪ ॥

কৃষ্ণরূপদর্শন-লাভ ঃ—

এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে,—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মূর্চ্ছা ও ভক্তগণের চৈতন্য-সম্পাদন ঃ—

সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শন-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ? এখনি পাইনু দরশন!
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন!! ৬০ ॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন!
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥" ৬১ ॥

বিশাখাপ্রতি কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধার বাক্য ঃ—

বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪) শ্রীরাধিকা-বাক্য—

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। হে তরুসকল, বল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু ন্যাসকরত হস্তে পদ্মধারণপূর্ব্বক তুলসিকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত (অনুসৃত বা পশ্চাদ্ধাবিত) হইয়া চলিতে চলিতে প্রণয়াবলোকনদ্বারা তোমাদের প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিয়াছেন?

৬৩। হে সখি, নবীন-মেঘ-শোভি নববিদ্যুতের ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর-মুরলীবদন, ফুল্ল-শরৎশোভিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

৪৪। গোপীগণসহ রাসক্রীড়া করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে একান্ত কৃষ্ণগতচিত্তা গোপীগণ বিরহে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

হে সখি, এণপত্নি, (হরিণি,) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) প্রিয়য়া [সহ বর্ত্তমানঃ] গাত্রৈঃ (অঙ্গসঙ্গৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (নয়নানাং) সুনির্বৃতিং (সুখং) তন্বন্ (বর্দ্ধয়ন্) ইহ অপি [কিম্] উপগতঃ? [যতঃ] কুলপতেঃ (কৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গসঙ্গোত্থ-বক্ষঃস্থ-কুঙ্কুমরাগেণ বিভূষিতায়াঃ) কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালায়াঃ) গন্ধঃ ইহ বাতি (প্রবহতি)।

৫১। হে তরবঃ, (বৃক্ষাঃ,) প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুং (বাম-ভুজম্) উপধায় (সংন্যস্য) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণভুজধৃত-লীলাকমলঃ) মদান্ধৈঃ (রসপানমদেন অন্ধৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) রামানুজঃ (কৃষ্ণঃ) ইহ চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং কিম্ অভিনন্দতি বা?

৫৪। সম্বিৎ—জ্ঞান, চৈতন্য।

৬৩। হে সখি, নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ (নবাম্বুদাৎ নবমেঘাদপি লসন্তী শোভমানা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণরূপ-বর্ণন (চিত্রজল্প)—

"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল ।
জিনি' উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥
কহ, সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥ ৬৫ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপের উপমা ঃ—

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৬৬ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয় ।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সুখ-বঞ্চিত শ্রীরাধার স্বীয় দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥" ৬৮ ॥

রামানন্দের প্রভুর ভাবোপযোগি-শ্লোকপাঠ ;
স্বয়ং প্রভুর তদ্ব্যাখ্যা ঃ—

পুনঃ কহে,—"হায় হায়, পড় পড় রামরায়",
বলে প্রভু গদগদ আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি' প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৯ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ ; গোপীর প্রতি কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের
বল-প্রয়োগ-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার ।
ব্রজনারী আসি' আসি', ফান্দে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মুখ ময়ূরদল (পিচ্ছ)-ভূষিত, সুভগ-তার (মুক্তা)-হারপ্রভাযুক্ত সেই মদনমোহন আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণকান্তি—দলিত (পিষ্ট বা মর্দ্দিত) অঞ্জনের চিক্কণতা পরাজয়পূর্ব্বক নবীন-মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, ইন্দীবর (নীলপদ্ম) অপেক্ষা সুকোমল এবং সকল উপমানের অতীত।

৬৫-৬৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ—অদ্ভুতমেঘস্বরূপ ; আমার নেত্রচাতক সেই মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীতবসন, তাহা সেই মেঘে সৌদামিনীস্বরূপ ; কিন্তু তাহা—অস্থির। তাঁহার গলায় যে মুক্তাহার আছে, তাহা মেঘের (শুভ্র) নিম্নভাগে বকশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার যে শিখিপুচ্ছ, তাহা—মেঘস্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় ; তাঁহার (পঞ্চবর্ণযুক্ত) বৈজয়ন্তীমালা—ইন্দ্রধনুসদৃশ। কৃষ্ণের মুখে যে মুরলীর কলধ্বনি, তাহা—কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জনস্বরূপ ; তাহা শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নাচিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্য-জ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণ (ষোড়শ)-কল অপূর্ব্বচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণমেঘের লীলামৃত-বর্ষণ চৌদ্দভুবনকে সেচন করিতেছে। সেই কৃষ্ণরূপ মেঘ যখন দেখা দিল, তখন আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। এখন মেঘ না দেখিয়া আমার নেত্র-চাতক—জলাভাবে মৃতপ্রায়।

৬৫। বলাহক—মেঘ।

৬৭। অকলঙ্ক পূর্ণ-কল—কলঙ্কহীন এবং পরিপূর্ণ ষোল-কলায় উদিত বিচিত্র চন্দ্র।

৬৮। ঝঞ্ঝা-বাত—ঘূর্ণী বাতাস।

অনুভাষ্য

(নবতড়িতঃ নবীনসৌদামিন্যাঃ অপি মনোজ্ঞে রুচিরে অম্বরে বসনে যস্য সঃ) সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (সুষ্ঠু চিত্রয়া মনোজ্ঞয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরদি অমন্দঃ অক্ষীণচন্দ্রঃ ইব আননং যস্য সঃ) ময়ূরদলভূষিতঃ (শিখিপিচ্ছশোভিতঃ) সুভগতারহারপ্রভঃ (সুভগাঃ সুদীপ্তা তারাঃ ইব হারস্য প্রভা যস্মিন্ সঃ) সঃ মদনমোহনঃ (মদয়তি সম্ভোগরসপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়িত্বা সম্ভোগপুষ্টিং করোতি চ ইতি মদনঃ তাভ্যাং স্ববশী-করোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চ ইতি) মে (মম) নেত্রস্পৃহাং (নয়নদিদৃক্ষাং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৬৪-৬৬। মধ্য, ২১শ পঃ ১০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৯। হর্ষ-শোক—কৃষ্ণমাধুর্য্যশ্রবণে 'হর্ষ', তদ্বিরহে 'শোক'।

৭০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ৭২ ॥ ধ্রু ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৭৩ ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায় ।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন ।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥" ৭৬ ॥

কৃষ্ণবিরহী প্রভুর শ্লোক-পাঠ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখারে কহে রাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণা ঃ—
গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণদর্শনবঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥
চঞ্চলস্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে ।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্দ্ধানে ॥" ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১-৭৬। চন্দ্র ও পদ্মকে পরাজয়পূর্ব্বক (গোপীরূপ) মৃগী ধরিবার জন্য কৃষ্ণ মুখ-ফাঁদ পাতিয়াছেন। সেই ফাঁদে মধুর হাসি-রূপ 'চার' অর্থাৎ (গোপীরূপ) মৃগীকে ভুলাইবার কপট-খাদ্য রাখা হইয়াছে। ঘর, দ্বার ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজনারীরূপা মৃগীগণ সেই ফাঁদে পড়িয়া দাসী হইতেছে। ওগো, আমাদের বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ব্যাধের আচারই করিয়া থাকেন। সেই ব্যাধ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না,—ব্রজরমণীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করিবার নানা উপায় সৃষ্টি করে ; গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল ঝলমল করিয়া নাচিয়া নারীগণের মন হরণ করে ; তাহাদের হৃদয়ে সহাস্য কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করিয়া নারীবধের কোন ভয় করে না। কৃষ্ণের যে (দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠনপ্রবণ) প্রশস্ত বক্ষ, যাহাতে লক্ষ্মী ও শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী)-চিহ্নদ্বয় অলঙ্কারস্বরূপে আছে, তাহা লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবী এবং তাহাদের মন ও বক্ষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সেই হরিরই দাসী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণের অতি-সুন্দর, সুদীর্ঘ অর্গলস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকায়-প্রায় ভুজদ্বয় নারীদিগের দুই পর্ব্বতরূপ স্তনের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে) প্রবেশ করিয়া হৃদয় দংশন করে। (গোপী সেই স্পর্শরূপ দংশনবিষে কাম-জ্বালায় জ্বলিতে থাকে) ; কৃষ্ণের কর-পদতল কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে পরাজয় করিয়া কোটীচন্দ্র-সুশীতল হইয়াছে। উহারা একবার যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার কন্দর্প-জ্বালা-বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

৭৪। ডাকাতিয়া বক্ষ—ডাকাতের ন্যায় (কৃষ্ণের) যে বক্ষ সকল (ব্রজ-) নারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লয়।

৭৫। শৈল-ছিদ্রে—হৃদয়স্থ স্তনদ্বয়ের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে)।

৭৮। হে সখি, যাঁহার বক্ষঃস্থল—ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনঃকলুষ (কাম-তাপ) হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৪। লক্ষ্মী—বক্ষোবামে স্বর্ণরেখা-চিহ্ন ; শ্রীবৎস—বক্ষো-দক্ষিণে শ্রীবৎসচিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী।

৭৬। বেণামূল—সুগন্ধি খসখস।

৭৮। হে সখি, হরিন্মণিকবাটিকা-প্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ (হরি-ন্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ রচিতায়াঃ কবাটিকায়া প্রততিঃ বিস্তৃতিঃ তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তথাভূতং চ বক্ষস্থলং যস্য সঃ) স্মরার্ত্ত-তরুণীমনঃ-কলুষহারিদোরর্গলঃ (স্মরার্ত্তানাং মদনপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনঃকলুষং মনস্তাপং হর্ত্তুং ভুজরূপার্গলঃ যস্য সঃ) সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ (সুধাংশুঃ শশধরঃ চ হরিচন্দনং চ উৎপলং কুবলয়ং পদ্মং কমলং চ সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ চ এভ্যোঽপি শীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি।

গোপীপ্রেমবর্দ্ধনার্থ কৃষ্ণের রাস হইতে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৮)—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

স্বরূপকে গান গাইতে আজ্ঞা ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে কহেন,—"গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' 'সম্বিৎ'॥" ৮২ ॥

স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাঞা ॥ ৮৩ ॥

গোপীর রাসরসিক কৃষ্ণকে স্মরণ ঃ—

গীতগোবিন্দে (২।৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৮৪ ॥

গানশ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা।
উঠি' প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও সর্ব্বভাবের যুগপৎ উদয় ঃ—

'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাব অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্যাদি 'ব্যভিচারী' সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥

ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য।
ভাবে-ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥

সেই পদের গান, আস্বাদন ও নর্ত্তন ঃ—

সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তন-সমাপন ঃ—

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে স্বরূপের গানে বিরতি ঃ—

'বল্' 'বল্' বলি প্রভু কহেন বার বার।
না গায় স্বরূপ-গোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর ॥ ৯০ ॥

সকলের হরিধ্বনি ঃ—

'বল্', 'বল্' প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি'।
চৌদিকেতে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর শ্রান্তি-অপনোদন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে প্রভুরে বসাইলা।
ব্যজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর স্নান ও ভোজনান্তে শয়ন ঃ—

প্রভুরে লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লঞা আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥

ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ-স্থান ॥ ৯৪ ॥

গোপীকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর বৃন্দাবনলীলোদ্দীপনরূপ দিব্যোন্মাদ (উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥

বিলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন লিখন ॥ ৯৬ ॥

বৃন্দাবনোদ্দীপনায় প্রেমাবেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী প্রভু ঃ—

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৬)—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৯৭ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাঞা তাহা করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। তাহাদিগের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও তাহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

৮৪। এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসকারী হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

৯৭। সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করত প্রভু মুহুর্মুহু

অনুভাষ্য

৮১। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব শুশ্রূষু পরীক্ষিৎকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করিতেছেন,—

কেশবঃ (কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ কৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (তেষাং সৌভাগ্যমূলগর্ব্বং) মানং (গর্ব্বং) চ বীক্ষ্য, তস্য প্রশমায় প্রসাদায় তত্র (রাসস্থল্যাম্) এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতঃ বভূব)।

৮২। সম্বিৎ—ব্যাকুলচিত্তে স্থিরজ্ঞান-লাভ।

৮৪। হে সখি, ইহ রাসে (রাসক্রীড়ায়াং) মম মনঃ বিহিত-বিলাসং (বিহিতঃ সম্পাদিতঃ বিলাসঃ যেন তং) কৃতপরিহাসং (কৃতঃ বিহিতঃ পরিহাসঃ যেন তং) হরিং স্মরতি।

৮৭। ভাবোদয়—অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবের উদয় ; ভাবসন্ধি—তুল্য অথবা পৃথক্ ভাবদ্বয়ের মিলন ; ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন ; প্রচল (চঞ্চল) রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্য-দেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৯৭। ক্বচিৎ যঃ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে (তটে বালুকা-খণ্ডে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন) মুহুঃ (অনুক্ষণং) বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বৃন্দাবন-চিন্তোদয়াৎ প্রেম্ণা কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ) অভূৎ, কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ (কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদাকীর্ত্তনেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য সঃ) ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (মার্গং) পুনরপি কিং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস আসিয়াছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন ; ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-পানে নিমগ্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তিশিক্ষা-দাতা গৌরের প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভুর লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

পরবর্ষে রথযাত্রোপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কালিদাসের আগমন ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥

কালিদাসের গুণ ঃ—

মহাভাগবত তেঁহো, সরল উদার।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভাক্ কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় ঃ—

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৬। 'কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার'—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত (স্বীয়) ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃষ্ণভাবামৃতং (উন্নতোজ্জ্বলরসং) স্বয়ম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ (নিজাশ্রিতান্) আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং (শুদ্ধ-প্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং) চ অশিক্ষয়ৎ (উপদিদেশ), তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৭। কোন অনর্থযুক্ত জীব যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সমর্পিতাত্ম,